

স্মরণিকা

উপাসনা বিহার, রাজ্জামাটি।



SOUVENIR

UPASANA BIHAR, BANGAMATI.



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

স্মরণিকা

উপাসনা বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশনায়
উপাসনা বিহার দান-উৎসর্গ পরিচালনা কমিটি
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

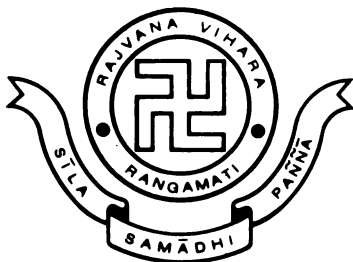
প্রকাশকাল
১২ ই মার্চ ১৯৯২
২৮শে ফাল্গুন ১৩৯৮ বাংলা

ছবি:
সুশোভন দেওয়ান

মুদ্রণে:
ফ্রেডস প্রিন্টার্স,

চুটগ্রাম।
ফোন-২০৩০৯৫
গুভেচ্ছা মূল্য :

উপাসনা বিহার দান উৎসর্গ স্মরণিকা



সম্পাদনায়

নির্মল কান্তি চাক্মা

সহযোগিতায়

সুশোভন দেওয়ান
সজ্জিত কুমার চাক্মা
সঞ্জয় বিকাশ চাক্মা
নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

বুদ্ধাব্দ-২৫৩৫

বাংলা-১৩৯৮

ইংরেজী ১৯৯২

বনভাস্তুর হিতোপদেশ দুর্লভ মানব জীবনের স্বার্থকতা

মানব জন্ম লাভ করা দুর্লভ । মানব জীবন বিপদসঙ্কুল । সদ্ধর্ম শ্রবণ আয়াস সাধ্য; বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে । মানব জীবন অতীব দুর্লভ । ভগবান বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন এই অমূল্য মানব জীবনের স্বার্থকতা বিশেষ প্রয়োজন আছে । মনের উন্নতির স্পৃহা পরিশূন্য ভোগ বাসনাসক্ত ব্যক্তির মনে করতে পারেন যে ভোগৈশ্বর্য ও যশঃসম্মানে পরিবৃত্ত হয়ে বিবিধ লৌকিক সুখে জীবন কাটাতে পারলেই জীবনের স্বার্থকতা হবে । কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন তা নহে মনুষ্য জীবনের স্বার্থকতা ঐশ্বর্য সুলভ সুখ ও সম্মানে হয় না, জনসাধারণের উপর প্রভুত্বশক্তি স্থাপনে হয় না, ভোগ বিলাসেও হয় না । যদি ভোগ বিলাসে অর্থাৎ ক্রমিক সুখ প্রসূ ঐশ্বর্য ভোগে জীবনের স্বার্থকতা হতো তাহলে রাজপুত্র শাক্য সিংহ রাজৈশ্বর্যকে ভ্রমমুষ্টির ন্যায় হেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করে সংসার ত্যাগী হতেন না । আরো বহু মহৎজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা পার্থিব ধন যশ ও মান ইত্যাদি জীবনের স্বার্থকতার অন্তরায় মনে করে তাতে উপেক্ষাই প্রদর্শন করেছেন । সুতরাং ঐদৃশ মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জ্ঞান লাভ ও সদাচরণই জীবনের স্বার্থকতা ।

অন্ধকার গৃহে যেমন প্রদীপ জ্বললে গৃহটি সমুজ্জ্বল হয় সেরূপ জ্ঞানার্জনে ও চিন্তের বিবিধ ক্লেশাদি আবর্জনা অপসারিত হয়ে চিন্তা বিশুদ্ধ হয় । বস্তুতঃ জ্ঞান ও জ্ঞানত কর্মছাড়া জীবন স্বার্থক হয় না । সুতরাং লৌকিক ও লোকোত্তর সুখ বা প্রকৃত উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করতে হলে অর্থাৎ জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করতে হলে জ্ঞানাহরণকল্পে আত্মনিয়োগ করতঃ অভিনিবেশ সহকারে কর্ম করতে হবে । জ্ঞান ও কর্মছাড়া জ্ঞান বা উন্নতি লাভের কিছুই হবে না । জ্ঞানহীন ব্যক্তির মনুষ্যত্ব লাভ হবে না । মনুষ্যত্ব বা জ্ঞানতঃ সদাচরণ ভিন্ন প্রকৃতসুখ ও মুক্তির অধিকারী হতে পারে না । এই বর্তমান জীবনে সদাচরণের ভিতর দিয়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে না পারলে জীবনের স্বার্থকতা কিছুই হবে না ।

অতএব, ভোগ বিলাসের মোহে ডুবে জ্ঞানার্জন কখনো অবহেলা করবেন না । জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানতঃ সদাচরণের ফলেই জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদনের সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে ।

সকল প্রাণী সুখী হোক
সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক

শ্রীমৎ সাধনা নন্দ মহাশুভির
তাং ২১/২/৯২ইং

TRANSLATION OF VANA BHANTE'S ADVICE.

DIGNITY OF RARE HUMAN LIFE:

To be born as a human being is rare. The human life is full of hardship and risk. Seldom are the advent of Buddhas and opportune hearing of the true Dhamma. Lord Buddha in the Dhammapada said that the dignity of invaluable human life is a necessity. Persons, void of real inspirations for the mental development and filled with desires, lust and cravings seem to believe that living in luxury with fame and honour is the fulfilment of human life. But the wise say-"Not so, the dignity of rare human life is neither by living in luxury, with fame and honour filled with desires, lust and cravings nor by the domination over the general mass. If living, temporarily, in luxury with desires, lust and cravings had been the dignity of human life, then the Lion Prince of the Sakyans would have renounced the fleeting pleasures of the royal household and kingdom which he regarded as a mere handful of ashes." In studying the lives of many noble persons we learn that they looked down upon the earthly wealth, fame and honour as, to them, these, were the obstacles for the perfection of life. Therefore, by studies of these noble persons' lives, we can come to the conclusion that only by gaining the perfect knowledge and by right actions make life perfect.

When a lighted lamp is brought into a dark room the whole room is illuminated. Similarly, the mind is purified of all defilements when perfect knowledge is gained. In fact, perfection

of life is not fulfilled without wisdom and right actions. Therefore, in order to achieve mundane and supermundane i.e to fulfil the perfection of life, one must be engaged in gaining wisdom and doing right actions attentively. Wisdom and development can not be achieved without actions. An ignorant person will never be able to gain the qualities of humanity. Real happiness and freedom from sufferings can not be gained without humanity and right actions. No dignity of life will be achieved, in this present life, unless one can advance by being free from all sufferings through right actions only.

Therefore, never ignore to gain knowledge by being immersed in allurements of the pleasures of luxury life. The capacity for enhancing the dignity of rare human life is only possible by gaining knowledge and by right actions.

**"Let all beings be happy
and
free from all sufferings."**

Rev: SADHANANANDA MAHATHERA 21-2-92

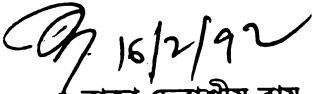


শুভেচ্ছা বাণী

প্রচুর শ্রম ও অর্থের বিনিময়ে রাষ্ট্রমাটি রাজবনবিহারে উপাসনা বিহারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত উপাসনা বিহারটিকে যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্বোধন ও উৎসর্গ করার জন্যে যে বিস্তারিত কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে তা এটাই প্রমাণ করে যে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি পার্বত্যাঞ্চলের ও সমতলভূমির বৌদ্ধ দায়ক দায়িকাবৃন্দের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্রমশই সুদৃঢ় হচ্ছে। এমন কি পার্বত্যাঞ্চল সমূহের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব বাসিন্দাদের কাছ থেকেও আশাতীতভাবে উপরোক্ত নির্মাণ কাজ, উদ্বোধন ও উৎসর্গ অনুষ্ঠানের জন্য শ্রদ্ধাদান ও অন্যান্যভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা এসেছে। বলাবাহুল্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তথাগত বুদ্ধের শান্তি, মৈত্রী ও করুণার বাণী পৌঁছিয়ে এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের ঢেউ এনেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই প্রক্রিয়া অটুট থাকবে।

আমি আশা করি নুতন উপাসনা বিহার উৎসর্গ ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সফল ও সুন্দর হবে এবং তৎউপলক্ষে যে স্বরগিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তা পাঠকমহলে সাদরে ও উৎসাহের সাথে গৃহীত হবে।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন ও স্বরগিকাটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ এবং পাঠকবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 16/2/92

রাজা দেবশীষ রায়

চাকমা রাজা

ও

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

রাজবনবিহার

রাষ্ট্রমাটি।



শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের বসবাসের অঞ্চল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটির একাংশে মহাত্যাগী বৌদ্ধ সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরকে (বনভক্ত) উপলক্ষ্য করে প্রতিষ্ঠিত রাজবন বিহার বর্তমানে বাংলাদেশী বৌদ্ধদের একটি অন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আবহমান কাল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের লালন ক্ষেত্ররূপে ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে এই স্থান। বাংলাদেশ ধর্মীয় সহনশীলতার নীতিতে বিশ্বাসী। এখানে সর্ব ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মীয় চর্চা ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান।

উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে এতদঞ্চলের ধর্ম-প্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণের নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে নির্মিত উপাসনা বিহার দানোৎসর্গ ও তদুপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপাসনা বিহারের দ্বারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত একটি আশা পূরণ হতে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস।

অহিংসা, জীবে দয়া, শান্তিময় জীবন যাত্রা প্রভৃতি সৎনীতিতে বৌদ্ধ ধর্মের সার্বজনীনতার রূপ সুপরিষ্কৃত। সাধারণ মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন তথা নৈতিক অবক্ষয় রোধ হিংসা বিদ্বেষ বর্জিত সুষ্ঠু মানবতার বিকাশ সাধনও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্মে বৌদ্ধ ধর্ম একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

এই ধর্মের সুষ্ঠু অনুশীলন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ মণ্ডিত রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তুলনাহীন। বাংলাদেশী বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত অগ্রগতি ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। উপাসনা বিহার দানোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে নৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের শান্তি নীতি এবং আদর্শের অনুশীলন ও বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে স্বীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার একান্ত প্রত্যাশা।

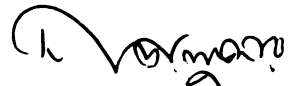
আমি উক্ত দানোৎসর্গ অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি এবং এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে আমার অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

৭৫.১১.১৬
অধ্যাপক প্রম, এ, মান্নান
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



শুভেচ্ছা বাণী

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত রাজবন বিহার একটি ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে মহাত্মাগী সাধক প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) অবস্থান করেন। তাকে কেন্দ্র করে বহুকার্যসম্মিলিত যে পাকা উপাসনা বিহারটি নির্মিত হয়। সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে দান উৎসর্গ করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। ধর্মীয় অনুশীলন ও অনুশাসনের মাধ্যমে মানব কল্যাণে উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি।


দিপংকর তালুকদার
এম.পি.
রাঙ্গামাটি।



শুভেচ্ছা বাণী

রাজবন বিহার এলাকায় চিত্ত সংযম শমথ ও বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন কারুকার্যে খচিত উপাসনা বিহারটি সর্বজন পূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) তথা অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র তিস্তু সংঘের উদ্দেশ্যে দানোৎসর্গ হতে যাচ্ছে। যা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হল। এই বিহারটি সকল ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদ্ধর্ম অনুশীলন করতে সহায়ক হবে। এই বিহারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হোক, এই কামনা করি।

কল্প রঞ্জন চাকমা

কল্প রঞ্জন চাকমা
এম পি

২৯৮ খাগড়াছড়ি।



শুভেচ্ছা বাণী

রাস্তামাটি রাজবন বিহারে উপাসনা বিহার উদ্বোধন ও উৎসর্গ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের স্মৃতিবাহক একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অতীব আনন্দিত। পার্বত্য বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় প্রসারে ইহা যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। প্রত্যেক ধর্ম-পিপাসু স্বীয় চিন্তকে আত্মসংযমের মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানে আরোপ করার জন্য এ'ধরনের উপাসনা বিহারের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। আমি অত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

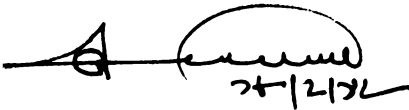
বীর বাহাদুর
এম পি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বান্দরবান



শুভেচ্ছা বাণী

সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশয়েরকে কেন্দ্র করে অত্র এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্মিত উপাসনা বৌদ্ধ বিহারটি সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি গৌরবোজ্জ্বল ধর্মীয় অবদান। ইহা সকল প্রাণীর হিতসুখ ও মঙ্গলের জন্য অশেষ অবদান রাখতে ও সন্ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হবে।



২৫/২/১৮

গৌতম দেওয়ান
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।



শুভেচ্ছা বাণী

বৌদ্ধ সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের (বনভাস্তে) অবস্থান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পীঠস্থান রাংগামাটি রাজ বন বিহার এলাকায় 'উপাসনা বিহার' ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। মানব জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য মহামতি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশমূলক মহান আদর্শ প্রচারে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। অস্থিরতা, অশান্তি, হতাশা ও কলুষতায় বিপর্যস্ত মানব সমাজ মহামতি বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়ে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। পরিশেষে এই স্মরণিকার সাথে জড়িত ও সহায়তাকারী সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁদের একান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশজিল্দাবাদ

৯৩২৬৫৭

মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান, পিএসসি
জি ও সি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন
ও

এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম।



শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্যঞ্চলের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার এলাকায় 'উপাসনা বিহার' ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে দানোৎসর্গ এবং উদ্বোধন উপলক্ষে স্মৃতিবাহক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি বিশেষ আনন্দিত।

অহিংসার প্রতীক মহামানব বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশ প্রচারে শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রের অবস্থান, রাজবন বিহারে বৌদ্ধ ধর্মীয় নীতি আদর্শের শিক্ষাদান, অনুশীলন ও বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিদ্যমান। শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রের প্রভাবে এই গৌরব মণ্ডিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে এবং বৌদ্ধ সমাজ শান্তিপূর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম হবেন বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। আমি অত্র পবিত্র প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ভবিষ্যৎ ও সাফল্য কামনা করছি।

পরিশেষে এই স্মরণিকা প্রকাশের সংগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের মহৎ প্রচেষ্টা ও নিরলস প্রয়াস সার্থক হোক।

আহসান নজমুল আমিন
কর্ণেল কমান্ডার
রাঙ্গামাটি রিজিয়ন



শুভেচ্ছা বাণী

উপাসনা বিহার দানোৎসর্গ উদযাপন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ আমাকে আশাবিত্ত করেছে।

ধর্মের মহতী শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতিফলন জীবনকে আরো সুন্দর, আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলুক। প্রতীতি হয় এ স্মরণিকা সত্যের বাণী দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দেবে।

Luftu
২২/২/১৬

মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন খান
জেলা প্রশাসক
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

সম্পাদকীয়

রাস্তামাটি রাজবন ভাবনা কেন্দ্র এলাকায় শ্রদ্ধাশীল নরনারীর চৌদ্দ লক্ষ টাকার অধিক শ্রদ্ধাদানে নির্মিত উপাসনা বিহারটির উদ্বোধন ও দান উৎসর্গকে উপলক্ষ করে যারা বিভিন্ন দিকে সহযোগিতা করেছেন আমি উপাসনা বিহার উদ্বোধন ও দান উৎসর্গ উৎযাপন কমিটি ও রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির পক্ষ হয়ে অন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এবারের স্বরগিকার জন্য যদিও বিভিন্ন খ্যাতিমান লেখকদের নিকট হতে যে সমস্ত লেখা পাওয়া গেছে তা বিশেষ কারণ বশত এই স্বরগিকায় ছাপাতে না পেরে আমি সবার পক্ষ হতে ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে একই ধাশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বহু স্বরগিকা প্রকাশ হয়ে আসছে। তাই এবারের স্বরগিকাটি একটু ভিন্ন ধরণের করা হয়েছে। এবারে লেখার মধ্যে রয়েছে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বনভণ্ডের (সাধনা নন্দ মহাধের) জীবনী, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং সচিত্র দ্বারা রাজবন বিহারের ইতিহাস ও তথ্য। অল্প সময়ের মধ্যে স্বরগিকার কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আশা করি ক্ষমা করবেন। যারা আমাকে এই স্বরগিকার কাজে সাহায্য করেছেনঃ- বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি), বাবু সজ্জিত কুমার চাক্মা, বাবু সঞ্জয় বিকাশ চাক্মা এবং বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্মা এবং বাবু নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা।

রাস্তামাটি
ফাল্গুন ১৩৯৮ বাংলা
মার্চ ১৯৯২ইং

নির্মল কান্তি চাক্মা
প্রকাশনা সম্পাদক
উপাসনা বিহার উদ্বোধন ও দান
উৎসর্গ উৎযাপন কমিটি।
রাস্তামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রতিবেদনঃ

সঞ্জয় বিকাশ চাক্‌মা
সাধারণ সম্পাদক

জীবন ও জীবিকার ক্রমবর্ধমান ঘূর্ণায়মান চলার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে অমানিশার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে সবাই । সীমাহীন দাবানলে বিগছ পৃথিবী । জ্বলন্ত অংগারসম হিংসা প্রতিহিংসার শানিত সংঘাতে ক্ষত বিক্ষত মানবতার চরম মূল্যবোধ । ফলশ্রুতিতে আজ দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে গোত্রে গোত্রে বিরামহীন ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত । ঠিক এমনি সময়ে শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডের আবির্ভাব অত্যন্ত সময়োপযোগী একথা নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না ।

তাই আজ জাতি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এতটুকু শান্তির প্রত্যাশায় শ্রদ্ধেয় ভণ্ডের পাদমূলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের অধীর আগ্রহে ভীড় জমাচ্ছে প্রতিদিন । সরল ও সহজ ভাষায়

বুদ্ধের অমৃতময় শান্তির বাণী মুক্তির বাণী বিলিয়ে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত । তার সান্নিধ্যে এসে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন সে কথা জোর করে বলা যায় ।

তাকে কেন্দ্র করে রাজ্যমাটি শহরের মূল ভূখন্ডের অনতিদূরে রাজবন এলাকায় বনবৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে রুচীশীল বৌদ্ধবিহার, ভাবনা কুটির, ভিক্ষুসীমা, চতুঃমণ্ডল ভোজনশালা এমনি আরও অনেককিছু । নব নির্মিত উপাসনা বিহারটি এমনি একটি নূতন সংযোজন । কমবেশী শ্রদ্ধাদান দিয়ে অনেকেই এতে পূন্যার্থ গ্রহণ করেছেন । কর্ম ও কর্মফলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে আজ বিহারটি শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে ও অনুষ্ঠার পূন্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দানোৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আপনার দানের পরিপূর্ণতা লাভের ভিত্তি সুদৃঢ় হলো ।

সদিচ্ছার সম্মিলিত প্রয়াসে যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন মহৎ কাজ করা একান্তই সহজ ইহা তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এমনিভাবে এক এক করে আরও বহু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে । এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য ।

পরিশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম প্রতি মন্ত্রী, বিদেশী রাষ্ট্রদূত বৃন্দ, বিশেষ অতিথি ও অগণিত পূণ্যার্থীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । যাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অতিব সমৃদ্ধ ও অর্থবহ হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ।

পরিচালনা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় রাজা দেবানীষ রায়, পৃষ্ঠপোষক মন্ডলী, উপদেষ্টা পরিষদ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা পরিচালনা ও দানোৎসর্গ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ স্বৈচ্ছাসেবকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ।

“সকল প্রাণী সুখী হোক”

সার্বজনীন উপাসনা বিহার

(রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের দ্বিতীয় স্থায়ী বিহার ভবন)

১৯৭৪ ইংরেজীতে সার্বজনীন দানোত্তম কঠিন চীবর দান উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে পূজনীয় বনভন্তের (সাধনানন্দ মহাশ্বরী) শুভাগমনে বর্তমান বিহার ভিটায় অস্থায়ীভাবে বিহার নির্মাণ করা হয়।

পরবর্তীতে বৌদ্ধ জনসাধারণের একান্ত আগ্রহে ও প্রার্থনায় পূজনীয় ভন্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমোদন দান করিলে স্থায়ীভাবে বিহার নির্মাণ উদ্যোগ আরম্ভ হয়। বিহার প্রতিষ্ঠার সময় বর্তমানে যেখানে পাকা বিহার ও উপাসনা বিহার উঠিয়াছে সেইস্থানে ১৯৮১ ইংরেজীতে একটি ছোট টিলা ছিল। বিহার উন্নতিকল্পে সেই টিলা কাটিয়া সমান করিয়া মাঠ তৈয়ার করা হয়, যার উপর বর্তমান স্থায়ী বিহারগুলি নির্মাণ করা হইয়াছে। টিলা কাটিয়া মাঠ তৈয়ার হইলে সেই সময় পূজনীয় ভন্তে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্থানে একটি উঁচু (মাচা ঘর স্থাইলে) বিহার তৈরার করা প্রয়োজন। যার নীচে একটি হাতী দাঁড়াইতে পারে। আমাদের বুঝার ভুলে তাহা না করিয়া বর্তমান দ্বিতল পাকা বিহার নির্মাণ করা হইয়াছে। যা হোক পরবর্তীতে সকলের আগ্রহে ও শ্রদ্ধেয় ভন্তের অনুমোদনক্রমে অদ্য যেই বিহারের দানোৎসর্গ হইতেছে সেই বিহারের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়। গত ২৫/১২/১৯৮৭ ইং তারিখে পূজনীয় ভন্তে এই বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেই সময় হইতে নির্মাণ কাজ পর্যায়ক্রমে চলাইয়া এই বৎসর ১৯৯২ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন করা হইয়াছে। বিহার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে কিছু প্রতিকূল অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কিছুটা দীর্ঘ সময় লাগিয়াছে। প্রথমত দায়কদায়িকা হইতে যেই শ্রদ্ধাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা নিয়মিত এবং অবিচ্ছিন্নভাবে খরচ মিটান সম্ভব হয় নাই। কাজেই মাঝে মাঝে কাজ স্থগিত রাখিতে হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ নির্মাণ সামগ্রীও যথা সময়ে যোগাড় করা সম্ভব হয় নাই।

এই প্রেক্ষিতে তবু শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাবৃন্দে শ্রদ্ধাদান অনবরত পাওয়াতে কাজের অগ্রগতি যথাসম্ভব ঠিক রাখা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাবৃন্দকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিতেছি এতবড় সার্বজনীন মহৎ পুণ্য প্রতিষ্ঠান আপনাদের শ্রদ্ধাচিন্তে প্রদত্ত নির্মোহদান দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। আপনাদের কুশল প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বৌদ্ধদের একটি মহান ধর্মক্ষজা উৎপন্ন হইল; আশা করি যাহা দীর্ঘকাল এখানে স্থিত থাকিবে। এই উপলক্ষে ইহা বলা যায় যে, মহান সাধক ও মুক্ত পুরুষ পূজনীয় বনভন্তের অসীম মহিমা-যাহা কাহারও চিন্তায় আসে নাই সেইরূপ এবং জঙ্গলাকীর্ণ স্থান তাহার বাসস্থান হওয়ায় এখন সারা বাংলাদেশে এক মহাতীর্থ ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং তাহার অমৃতময় দেশনা শ্রবণকল্পে শুধু বৌদ্ধরা নয়, নানা ধর্মাবলম্বী ও জাতি সবসময় এখানে সমবেত হইয়া এই তীর্থস্থানকে গৌরবান্বিত করিতেছে। আপনাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাদান দ্বারা যে

প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী হইল সেই প্রতিষ্ঠানকে সকলের চক্ষে বাহাতে আকর্ষণীয় করা যায় সেই জন্য তাহা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পরীক্ষা রক্ষাকারী ঐতিহ্যবাহী ব্রহ্ম দেশীয় নমুনা অনুযায়ী তৈয়ার করা হইয়াছে। মূল বেদীর ওপরে কাষ্ঠ নির্মিত একটি ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। যাহা শ্রদ্ধাবান দায়ক বাবু হলাথোয়ই প্র কার্ভারী নিজ খরচে তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন এবং মূর্তির প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করার জন্য প্রশস্ত বারান্দা রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মূর্তি বন্দনার জন্য বিহার গৃহে উঠার জন্য প্রশস্ত পাকা মোজাইকের সিঁড়ি করা হইয়াছে। স্বধর্মপ্রাণ দায়ক দায়িকাদের সুবিধার্থে মন্দিরের প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তী প্রতিকৃতিযুক্ত (একটি দায়ক ও অপরটি দায়িকাদের অর্থে) দান বাস্তব স্থাপন করা হইয়াছে। স্বধর্ম প্রাণ দায়ক দায়িকাদের প্রদীপ পূজায় বাহাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য সিঁড়ি ঘরের দুই পার্শ্বে খোলা বেদীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিহারে দায়ক দায়িকারা উপোসথ দিবসে উপোসথপালন করেন এই জন্য বিহারের নিচে উপোসথধারী দায়কদের বিশ্রাম করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ করা মনে করি যে নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা ও তদারকী এবং বিভিন্ন জনের রুচির সমন্বিত প্রতিফলন করা হইয়াছে। তাহার মূলে কাজ করিয়াছেন রাজ্যমাটির বনরূপাবাসী (১) বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দেওয়ান ও কানিন্দীপুর বাসী (২) বাবু নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও (৩) বাবু সুশোভন দেওয়ান। (৪) গর্জনতলীবাসী বাবু হলাথোয়ই প্র কার্ভারী। নির্মাণ কাজের প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছেন পাকা কাজের লক্ষীপুর জিলার রায়পুর উপজেলা নিবাসী রাজ মিত্রি মৌলভী; মোহাম্মদ হানিফ ও বিহার গৃহের চালার (চুড়াসহ) অন্যান্য স্থানে অঙ্গসজ্জায় কস্তবাজার জেলার হারবাং নির্বাসী উ থোয়ই চিং মারমা। তাহাদের দীর্ঘ অক্লান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা বর্তমান বিহার গৃহ বর্তমান রূপ নিয়াছে। এই জন্য তাহাদেরকে অভিনন্দন জানানই ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

এই বিহার নির্মাণকক্ষে শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাদের শ্রদ্ধাদান ও মাননীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট মারফত অনুদান ও রাজ্যমাটি সদর রিজিয়নের ব্রিগেড কমান্ডার কর্তৃক সেনা কল্যাণ কার্যক্রম প্রকল্পের তহবিল হইতে প্রদত্ত অনুদানসহ মোট তহবিল ও খরচ সকল শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

আয়	টাকা:	ব্যয়	টাকা:
পাকা বিহার নির্মাণ কাজের	২,৫৮,০১৭/৮১	লৌহা-	২,৭৩,২১০/৬৩
উদ্ধৃত হইতে প্রাপ্ত।		কলাপসিবল গेट	২৫,৪১৭/০০
সার্বজনীন শ্রদ্ধাদান	১১,১৩,৯৯১/৬৫	চালের ডেকোরেশন	৩২,৫০৯/০০
বাংলাদেশ বৌদ্ধ কল্যাণ	৫০,০০০/০০	মোজাইক	৮৭,৫৫৪/০০
ট্রাস্ট মারফত অনুদান।		টেড টিন, প্রেইন সীট, রিজিং	১,৯১,৪৩১/০০
রাজ্যমাটি সদর রিজিয়ন		সিমেন্ট	১,২২,২৬৮/০০
কমান্ডার কর্তৃক সেনা		ইট	৩৫,১১৫/০০
কল্যাণ কার্যক্রম তহবিল		আধলা	৩৬,৭৭২/০০

হইতে অনুদান	২০,০০০/০০	বালু	১১,০৫০/০০
		কাঠ	১,১৩,৯২৫/০০
		আয়না	৮,২৪৬/০০
		বিদ্যুতায়ন	২০,৫৮৩/৩৩
		রাজ মিত্রি	১,৭৮,৩৪৪/০০
		সূতার মিত্রি	২৯,২৪৮/০০
		চালার সাজসজ্জার মিত্রি	৯৪,৭৯১/০০
		অন্যান্য	১,৬৮,৫২০/১৭

মোট আয়ঃ- ১৪,৪২,০০৯/৪৬ টাকা মোট ব্যয়ঃ- ১৪,২৮,৯৮৪/১৩ টাকা

মোট আয়ঃ- ১৪,৪২,০০৯/৪৬ টাকা মোট ব্যয়ঃ- ১৪,২৮,৯৮৪/১৩ টাকা

উদ্ধৃত টাঃ ১৩০২৫/৩৩ টাকা

মোট উদ্ধৃত ভের হাজার পঁচিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা মাত্র)

উল্লেখ্য এই বিহার ভবনের মোজাইকের কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রদ্ধেয় ভগ্নে মহিলাদের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন এবং প্রয়াত মিসেস বাসন্তী দেওয়ানের নেতৃত্বে শ্রদ্ধাবান মহিলাদের দ্বারা এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

ইহাও উল্লেখ্য যে এই বিহার নির্মাণের বহু শ্রদ্ধাবর্তী মহিলা নিজের গায়ের স্বর্ণ ও রোপ্য অলঙ্কার দান করিয়াছেন। ঐ সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় লব্ধ অর্থও এই সার্বজনীন শ্রদ্ধাদানে দেখানে হইয়াছে। ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেকে নির্মাণ সামগ্রী দান করিয়াছেন যেমন টাইলস বালি, বালি, ইট ইত্যাদি। এই সব জিনিসের মূল্য হিসাবের আয়ের খাতে কোন নগদ প্রাপ্তি দেখান হয় নাই।

ইহাছাড়া রাজ্যমাটি জোনের জোন কমান্ডার (১৭ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ১১টি বৈদ্যুতিক পাখা দান করিয়া বিহার গৃহে সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

পরিশেষে এই গৌরবময় ধর্মধ্বজা যাহা পূজনীয় বনভাণ্ডে “সার্বজনীন উপাসনা বিহার” নামে নামকরণ করিয়াছেন তাহা যাহাতে চিরস্থায়ী হইয়া ধর্মের আলোক ছড়াইয়া সমগ্র বৌদ্ধ জগতে ধর্মকে প্রজ্জ্বলিত ও উৎসাহিত করিতে পারে ইহাই প্রার্থনা করি এবং স্বধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ইহার স্থায়িত্ব রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি কল্পে অপ্রমত্তভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে আহবান করি।

“ সকল প্রাণী সুখী হউক এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হউক ”

সাধু সাধু সাধু

ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ান
প্রাক্তন সভাপতি

উপাসনা বিহার উদ্বোধন ও দানোৎসর্গ উদযাপন কমিটিঃ

১। সভাপতি	✱	বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (সক্ক)
২। সহ-সভাপতি	✱	বাবু হিমাংশু বিকাশ খীসা
৩। সহ-সভাপতি	✱	রবীন্দ্র লাল চাক্‌মা
৪। সাধারণ সম্পাদক	✱	বাবু সঞ্জয় বিকাশ চাক্‌মা
৫। সহ-সাধারণ সম্পাদক	✱	বাবু পূর্ণেন্দু বিকাশ চাক্‌মা
৬। কোষাধ্যক্ষ	✱	বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দেওয়ান
৭। স্বরণিকা সম্পাদক	✱	বাবু নির্মল কান্তি চাক্‌মা
৮। দপ্তর সম্পাদক	✱	বাবু নূতন বিহারী চাক্‌মা
৯। সদস্য	✱	বাবু শ্যাম প্রসাদ চাক্‌মা
১০। সদস্য	✱	বাবু ব্রজেন্দ্র লাল তালুকদার
১১। সদস্য	✱	বাবু অনংগ পূর্ণ চাক্‌মা
১২। সদস্য	✱	মিসেস মঞ্জু রানী চাক্‌মা
১৩। সদস্য	✱	বাবু সমিরণ চাক্‌মা
১৪। সদস্য	✱	বাবু আদিত্য বড়ুয়া
১৫। সদস্য	✱	বাবু বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া
১৬। সদস্য	✱	বাবু অক্ষয় কুমার চাক্‌মা
১৭। সদস্য	✱	বাবু পংকজ কুমার দেওয়ান
১৮। সদস্য	✱	বাবু নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
১৯। সদস্য	✱	বাবু সজ্জিত কুমার চাক্‌মা
২০। সদস্য	✱	বাবু প্রশান্ত কুমার দেওয়ান
২১। সদস্য	✱	বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি)
২২। সদস্য	✱	বাবু মৈত্রী প্রসাদ খীসা
২৩। সদস্য	✱	বাবু সুভদ্রা চাক্‌মা
২৪। সদস্য	✱	বাবু ইন্দ্র দত্ত তালুকদার
২৫। সদস্য	✱	মিসেস সমীরা দেওয়ান
২৬। সদস্য	✱	মিসেস আয়না সভা চাক্‌মা
২৭। সদস্য	✱	বাবু সাধন তালুকদার
২৮। সদস্য	✱	বাবু রবি মোহন তঞ্চঙ্গ্যা
২৯। সদস্য	✱	বাবু কাজল চাক্‌মা
৩০। সদস্য	✱	বাবু সুশীল কুমার চাক্‌মা

৩১। সদস্য	✱ বাবু বিজয় কুমার চাক্‌মা
৩২। সদস্য	✱ বাবু লুইথা মারমা
৩৩। সদস্য	✱ বাবু ভৈরব কার্‌বারী
৩৪। সদস্য	✱ বাবু সুশীল দেওয়ান
৩৫। সদস্য	✱ বাবু নিউ মং মহাজন
৩৬। সদস্য	✱ বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া
৩৭। সদস্য	✱ বাবু অমিতাভ চাক্‌মা

উপদেষ্টা পরিষদঃ

- ১। ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ান
- ২। বাবু জীবন রত্ন চাক্‌মা
- ৩। বাবু বিমল চন্দ্র চাক্‌মা
- ৪। বাবু ইন্দ্র নাথ চাক্‌মা
- ৫। বাবু প্রবীর চন্দ্র চাক্‌মা
- ৬। বাবু হলাথোয়াই প্রু কার্‌বারী
- ৭। বাবু সমর বিজয় চাক্‌মা
- ৮। মিসেস অনুপমা চাক্‌মা
- ৯। বাবু সুজিত দেওয়ান
- ১০। বাবু মায়াধন চাক্‌মা

পৃষ্ঠপোষক মন্ডলী :

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ব্যারিষ্টার চাক্কা রাজা দেবশীষ রায়

পৃষ্ঠপোষক :

- ২। বাবু দীপংকর তালুকদার এম,পি, বাক্সামাটি
- ৩। বাবু কল্প রঞ্জন চাক্কা এম,পি, খাগড়াছড়ি
- ৪। বাবু বীর বাহাদুর এম,পি, বান্দরবান
- ৫। বাবু গৌতম দেওয়ান চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বাক্সামাটি।
- ৬। বাবু সমীরণ দেওয়ান চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
- ৭। বাবু মংঝেরী চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান।
- ৮। জনাব মাহমুদুল হাসান, এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম।
- ৯। জনাব অহসান নাজমুল আমিন, রিজিয়ন কমান্ডার, বাক্সামাটি।
- ১০। জনাব মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন খান, জেলা প্রশাসক, বাক্সামাটি
পার্বত্যজেলা।
- ১১। জনাব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, পুলিশ সুপার, বাক্সামাটি পার্বত্য জেলা
- ১২। জোন কমান্ডার, ৭ ইষ্ট বেঙ্গল, বাক্সামাটি।

Nomo Triratnaya

VENERABLE SADHANANANDA MAHATHERA
(Vana Bhante).

Age-72 Years.

Ordained life-43 Years

Without a preceptor, at the Sramanera stage of his ordained life VANA BHANTE first absorbed himself in intense meditation in the solitude of a forest near Dhanpata, a locality not far away from Rangamati, the Hd, Qtr. of the district of Chittagong Hill Tracts, the act having earned for him the appellation of "VANABHANTE", meaning "The Bhikkshu who lives in the woods." When the place was inundated by the swelling waters of the kaptai lake, he moved to Dighinala to the North where he was awarded his "Upasampada" in the year of 1960. Throughout his ordained life he has been engaged in thought for the attainment of NIBBANA, adhering strictly to the VINAYA disciplines laid down by Lord Buddha. He enjoins upon all to be immune from sufferings by uprooting the causes of re-birth by the eradication of ignorance and extirpation of desire, discerning perfectly the FOUR NOBLE TRUTHS. Bhante maintains that real happiness consists in Buddhism which is very great, very profound and sublime in its aspects-beyond the perception of man of common knowledge. As a matter of fact, people with ordinary knowledge can neither appreciate its merits nor can they comprehend its implicit meanings. He asserts that extinction and detachment are bliss. He expresses that he has shunned of ignorance and extinguished the craving for life and body forever.

The RAJVANAVIHARA, which has been the abode of Bhante for the last 17 years, is situated in close proximity to the Chakma Rajbari and stands atop a hill clad with a small quiet forest encircled on three sides by the calm waters of the lake. The construction of the temporary structure of the Vihar was done in the year of 1974 on land donated by the

Chakma Raja Devasish Roy and his mother Rajmata Rani Arati Roy.

The Vihar, with its quiet, peaceful and solemn surroundings, in an ideal shrine for meditation and for its association with the Bhante it attracts many a visitor every day from within and outside the country. The then Hon'ble Minister for religious Affairs and the Hon'ble State Ministers' for food and L. G. R. D. & Co-Operatives, Govt. of Bangladesh and foreign dignitaries like the High Commissioners of India and Sreelanka and the Ambassador of Burma also glorified the Vihar by their visits on the occasion of transplantation of a Bo-Tree Sapling presented by the benign Government of Sreelanka through the Government of Bangladesh in 1981. The Vihar has also been dignified by the presence of PHRA SASANADHWAJA MAHAPUNNYASARA DHAMMADHIRAJ MAHAMUNI renowned Rajguru of Wat Paknam in Thailand on two occasions. It has rightly become a sacred spot of pilgrimage to the Buddhists of Bangladesh. Here, surrounded by his disciples, the Ven. SADHANANANDA MAHATHERA daily dispenses his advice to many who pay their tributes to him. Bhante exhorts them to practise the DHAMMA so as to obtain final deliverance from all worldly sufferings and to achieve the "Nibbana", the supreme goal of the Buddhists.

"Sabbe Satta Sukhita Hontu"

Late. Ashoke Kumar Dewan

A Short introduction to Buddhists and Buddhism of the Chittagong Hill Tracts.

By Suniti Bikash Chakma. (Sakka)

The greater Chittagong Hill Tracts (now divided into three districts viz:-Rangamati, Khagrachari and Bandarban) is a land of hills and forests, full of majestic scenic beauty and is generously enriched with natural resources, It presents a sharp contrast to the rest of Bangladesh not only in respect of topography but also with regard to climate, economy, its people, their religion, culture and social structure. So, the historical development of the district had been different from that of alluvial plains of the country.

The population of the district is constituted by two classes of people:- Tribal and Bengali immigrants, In the census of 1947 the percentage of the tribal people was 97.5%.

The tribal population of the district is constituted by the following twelve tribes:- (1) The Chakmas, (2) The Marmas, (3) The Tangchangyas, (4) The Tripuras, (5) The Mros, (6) The Lusais, (7) The Bonjogis (9) The Pankhos, (9) The Khumis, (10) The Chaks (11) The Kyangs and (12) The Riangs.

The Bulk of the Tripuras and the Kukies (Lusais) are believed to be aborigines and original tribes of Hill Tracts. At the Beginning of the 15th Century, the Chakmas were the first to settle in the Hill Tracts from Chittagong followed by the Marmas, the Mros, the Chaks and the Tangchangyas. Majority of the Buddhist of Bangladesh live in this part of the country. They are composed of several ethnic groups, such as Chakma, Marma, Tangchangya, Mro and Chak and they collectively are called 'Hill Buddhist' a term given to them for their residence in Hills in contrary to the term

"Plaint Buddhist"-the Barua people mainly, as they live in the plain lands in the neighbouring Chittagong district. The Chakmas are advanced in all respects and are the majority, amongst the Hill Buddhists. From the very beginning the Chakmas believed in Buddhism and are descendants of the Sakyans to which the Lord Buddha belonged. Buddhism at one time had declined in the Indian sub-continent. In the middle of nineteenth century when Buddhism was nearly at its lowest ebb, the Chakma queen known as KALINDI RANI on hearing the expositions of the true DHAMMA from the Rev. Sarmedha Mahathera of Arakan was inspired and rekindled the lights of Buddhism by establishing Buddhist monasteries and the only BHIKKHU SIMA, in the whole of then East Bengal, in accordance with the VINAYA (Conons of Buddhism) at Raja Nagar, Rangunia Chittagong. She also had the THADUONG (the renowned book on Buddhism in Burmese) to be translated into Bengali and named it "BOUDDHA RANJIKI" which were distributed to the lay buddhists. Since then the Chakma Raj family has continued, till to-day, in taking the main role for establishing and propagating of Buddhism in the Chittagong Hill Tracts. The abbotts of Raj Vihar namely-Rev. Palak Dhan Bhikkhu, Rev. Ananda Mitra Bhikkhu, Rev. Priya Ratan Bhikku and Rev. Bimalananda Bhikkhu engaged themselves with the assistance of Chakma Raj family in propagating the true Dhamma to the Buddhists of Chittagong Hill Tracts.

In 1956, Rev. Agra Bangsha Mahathera after having completed studying the TRIPITAK in Burmese for ten years, participated in the great Buddhist Council held in Burma where he met Raja Tridiv Roy, the Chakma Raja. Rev. Agra Bangsha Mahathera accepted the invitation on being invited by the Chakma Raja to return to Rangamati and be the RAJGURU of his Raj Vihar. Since his returns from Burma in 1958, he remained as the Rajguru of the Chakma Raj Vihar till 1976. Till to-day, he is remembered

by the Buddhist, of this region for his untiring efforts in travelling to every corner of Hill Tracts propagating the Dhamma inspiring the people to follow the teaching of lord Buddha and to build new monasteries. He was the first among the tribal Rajgurus who was capable of inspiring the educated tribal people to join the order of the Bhikkus in large numbers.

The turning point in the history of Buddhism in the Hill Tracts is by the advent of the Rev. Sadhanananda Mahathera (Vana Bhante) who began to preach and propagate the DHAMMA in the real sense. He is a great reformer and a beacon to astray Hill Buddhists persuading them towards the right path of the real Dhamma. He has been able to disencumber the Hill Buddhists from practising the prevalent superstitious beliefs as these are non-existent in Buddhism. He is popularly known as "VANA BHANTE" meaning "The Bhikkhu who lives in the woods" A name given to him by the Hill Buddhists as he had first absorbed himself in intense meditation in the solitude of a forest near Dhanpada in order to attain the capability to shun off ignorance and to extinguish the cravings for life and body forever,

On the invitation of the Chakma Raj family he came to Rangamati in 1974 from TINTILA in Longudu and also attended the "Bishaka Method of Kathin Chibar Dana Ceremony" held at the Raj Vihar the same year. The Chakma Raja Devasish Roy and his mother Rajmata Rani Arati Roy donated approximately 12 acres of land in the close proximity to the Raj Bari in 1974 for establishing the monastery and meditation centre which today is known as RAJ VANA VIHAR MEDITATION CENTRE. Rev. Vana Bhante has been residing here for the last 17 years. Since 1974, the RAJ VIHAR MEDITATION CENTRE has been gradually developing in phases with the donations received from both buddhists and non Buddhists devotees and with

the occasional grants from the bangladesh Buddhist Trustee Board.

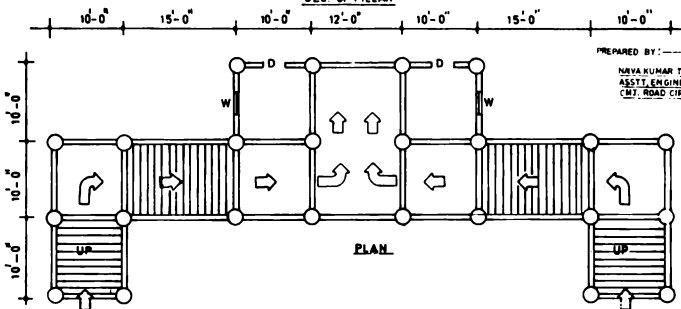
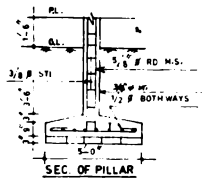
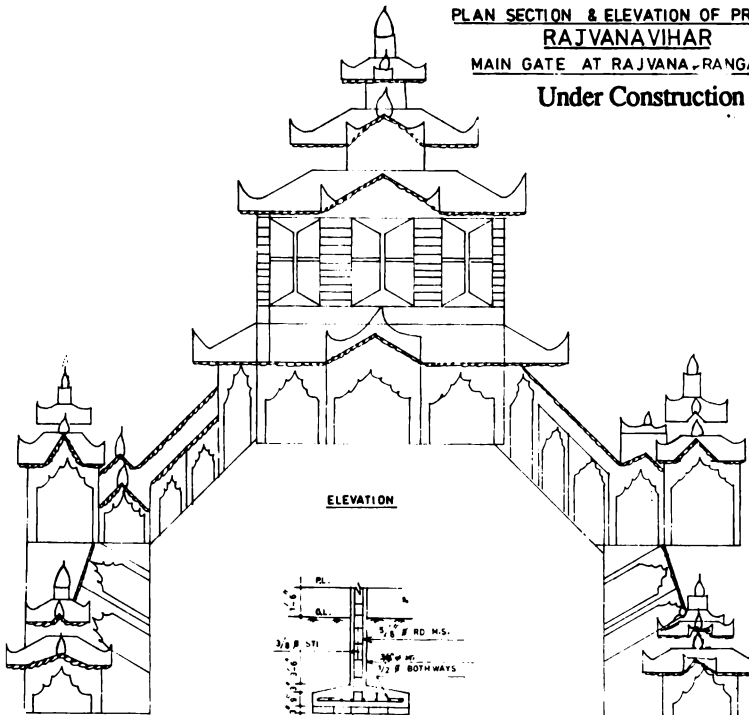
The Hill Buddhists are very fortunate to have a great sage to be born amidst the Chakmas. We all pray with hope and anticipation that the flow of faith in and practice of the DHAMMA in the real sense as preached by the Rev. Vana Bhante will continue to flourish both in the Hill Tracts and elsewhere in the days to come.

**"Let all beings be happy
and
free from all sufferings."**

**PLAN SECTION & ELEVATION OF PROPOSED
RAJVANAVIHAR**

MAIN GATE AT RAJVANA, RANGAMATI

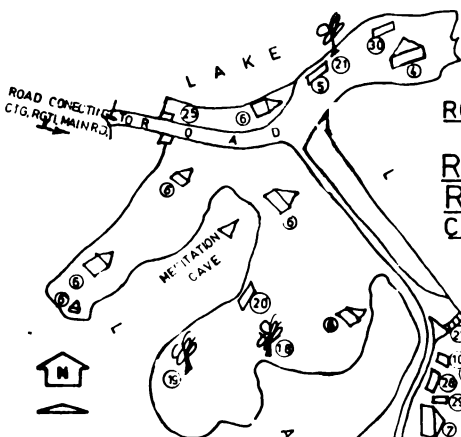
Under Construction



PREPARED BY: --- *[Signature]*

NAYA KUMAR TANCHANGIA
ASSTT. ENGINEER RHD
CH. ROAD CIRCLE, RGT.

A
ASST. GENERAL SECRETARY
RAJVANA VIHAR MANAGING
COMMITTEE



**ROUGH SKETCH SITE PLAN
OF
RAJ BANA AND
RAJBANAVIHAR
COMPLEX, RANGAMATI.**

Not to scale

1. OLD VANA VIHAR.
2. VANA BANTES QUARTER.
3. SANKRAMAN HALL DONATED BY DR. HIRANGSHU BHAL DEWAN.
4. OLD MEDITATION COTTAGE.
5. SANKRAMAN HALL.
6. MEDITATION COTTAGE.
7. TWO STORED MEDITATION BUILDING.
8. VANA BANTES DINING HALL.
9. BATH ROOM WITH TOILET & OVER HEAD WATER TANK DONATED BY MR. SUKUMAR DEWAN.
10. GARAGE.
11. BIKKHUS DINING HALL.
12. SRAMANARAS DINING HALL.
13. UPASATHASILA COTTAGE FOR WOMEN LAY DEVOTIES.
14. BIKKHUS QUARTERS.
15. DHARMASHALA FOR FIL.
16. LOOMS AND WEAVING HOUSE.
17. CARE TAKERS COTTAGE.
18. BO-TREE DONATED BY THE GOVT. OF SRILANKAN.
19. BO-TREE FROM BUDDHA GAYA DONATED BY PAKRITI RANJAN CHAKMA.
20. "SINA".
21. BANYAN TREE.
22. RAJ VANA VIHAR MAIN GATE WITH THE ACCOMODATION OF OFFICE OF RAJ VANA VIHAR MANAGING COMMITTEE (UNDER CONSTRUCTION).
23. PROPOSED BOUNDARY WALL TO BE CONSTRUCTED AROUND THE MAIN VANA VIHAR COMPLEX ALONG WITH ACCOMODATION OF BIKKHUS & SRAMANARA.
24. NEWLY COMPLETED UPASANA VIHAR MONASTARY.
25. ENTRANCE AND EXIT GATE TO VANA VIHAR COMPLEX.
26. LAVATORY FOR VANA BANTE DONATED BY MR. SUSHOVAN DEWAN (BOBY).
27. GATE TO MAIN VANA VIHAR COMPLEX.
28. BATH ROOMS AND TOILETS FOR BIKKHUS AND SRAMANARAS.
29. UNDER WATER TANK.
30. PUCCA BATH ROOM & TOILETS FOR BIKKHUS.

TRACED BY: —

MR. MOFIZ UDDIN.
(DRAFTSMAN)
RANGAMATI ROAD DIVISION.

PREPARED BY: —

NABA KUMAR TANCHANGYA
ASST. ENGINEER.
(RHD) ROAD CIRCLE RANGAMATI
AND
ASST. GENERAL SECRETARY.
RAJ VANA VIHAR MANAGING COMMITTEE

প্রাণ



During the KATHIN CHIBAR DANA Function Rev. Vana Bhante is seen with devotees participating from different parts of Bangladesh.



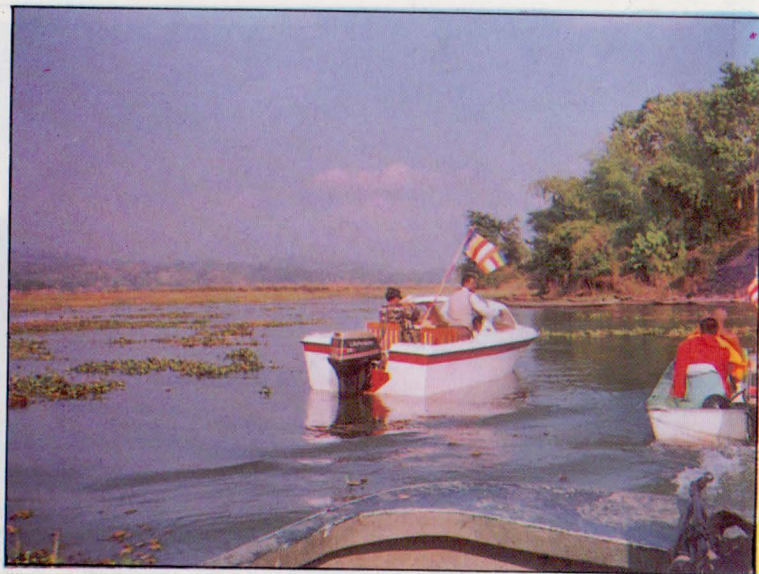
Bhikkus Chanting the SUTRAS During the Bishaka Method Kathin Chibar Dana Ceremony which is held every year at Rajvana Vihara.



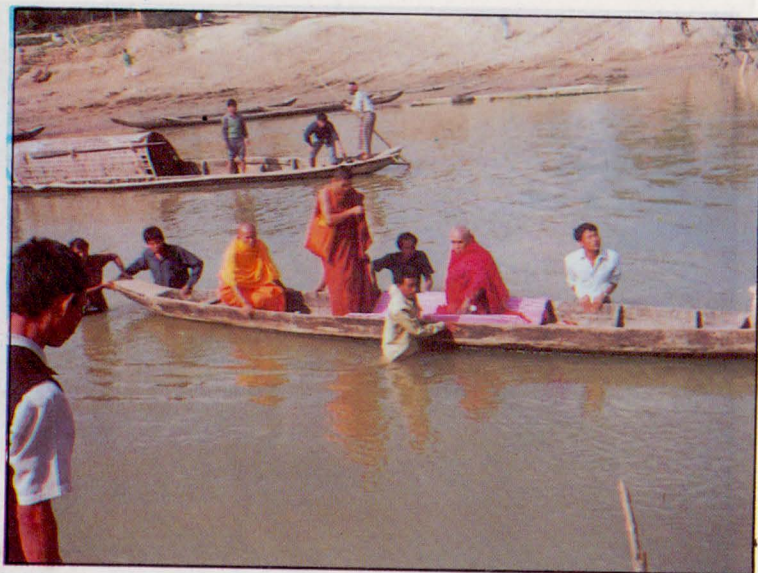
Rev. Vana Bhante walking in leisure with a staff in hand in the
RAJ VANA.



The disciples of Rev. Vana Bhante seeking alms.



The Local administration provides transport and assistance for the movements of Rev. Vana Bhante and his disciples to various places of the Hill Tracts to attend religious functions and propagate the true DHAMMA.



Rev. Vana Bhante and his disciples crossing a river in a dug out during his travel to different places of Hill tracts in Order to preach the true teachings of Lord Buddha and for the blessings of mankind.



Rev. Bhante's disciples crossing a stream with the help of typical bamboo bridge in the interior of the Hill District.



Rev. Vana Bhante inaugurating the tree Plantation Campaign at Raj Vana Vihara by planting a sapling. Mr. Goutam Dewan, Chairman, local government, Rangamati along with high officials were also present.



Cotton yarn is being spun from cotton by traditional Spinning wheel during the Bishaka Method of kathin chibar Dana at raj Vana Vihara (Spinning of yarn from cotton dyeing, weaving,



Women are preparing Bain (hand loom) of Bishaka Method Kathin Cibar Dan ceremony, held every year at Raj Vana Bihar.



A woman weaving the cloth for making the Robes to be offered to Rev. Vana Bhante as Kathin Chibar during the Bishaka method of kathin Chibar Dana Function held at Raj Vana Vihar every year.



Region Commander of Rangamati, Ahsan Najmul Amin and Mrs. Rokshana Amin along with members of the Raj Vana Vihar Managing Committee, in front of the "BAIN GHAR (The Weaving House)" during the BISHAKA METHOD of KATHIN CHIBAR DANA FUNCTION IN 1991.



His Excellency the high commissioner of india and his wife, Mr. Binoy Kumar Dewan Adviser to President, People's Republic of Bangladesh and Raja Devasish Roy, The Chakama Raja along with other high officials and local dignitaries attending the dedication and Inauguration Ceremony of RAJ VANA VIHARA MEDITATION CENTRE IN 1988.



The Raj Vana Bhihar main gate with accomodation for office, Waiting room and quaters for monks under construction with an aprox. Cost of Tk. 20 Lacs.



The main Vihar Boundary wall cum living quarters for monks under construction with aprox cost of Tk. 15 Lacs.





The meditation cave at Raj Vana dug by the disciples of Rev Vana Bhante.